OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 90 - 96
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : প্রসঙ্গ প্রতিবাদী নারীর আলোকে

মুকুল সেখ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mukulsk2015@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
protest, women, justice, injustice, movement, society, feminism.

Abstract

Throughout the ages, people have protested for justice and against injustice. The dictionary meaning of the word protest is objection. Standing up against socio-economic, political corruption, exploitation, oppression, and injustice is protest or resistance. Through this, rebellion or movement is organized. The opposing forces of society are defeated. Society is reformed. Society becomes healthy and beautiful. Socialized people become happy and comfortable. And the word 'rebellion' means refusing obedience or obedience, going against the rule or established customs. This protest or rebellion has been going on since ancient times. In a healthy, peace-loving, developed country, its tendency is less. Protest is seen in every system of government, be it monarchy, democracy, or dictatorship. This protest is born from inequality and inconsistency. Every person who worships truth and beauty wants to establish truth and beauty. When obstacles are created step by step in the establishment of truth and beauty, people protest against that obstacle and that is the beginning of rebellion. From that distant primitive society to this day, the strong have been oppressing the weak, whether they are men or women. If we step back a little from today's feminism and feminist thought movement, we will see that the poets' thoughts on women in the fifteenth and sixteenth centuries were very brave and exceptional. Some of the female characters they created were truly protestors. At that time, they were supposed to be trapped in illiteracy and superstition, but they protested in some places despite various adversities. They sometimes lost but did not give up. Although in today's context, that protest may be completely right for some, no social movement or its impact fell widely on society, it fell a little later after the advent of Chaitanya. Due to the awakening that took place in society, the women were enlightened in the light of education, although a little. Those education leaders were able to give literacy to the girls of aristocratic families like the Tagore family. Of course, that was a much later story.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সুস্থতা ও সৌন্দর্যেই সমাজবদ্ধ মানুষের মঙ্গল। সমাজের প্রতিটি মানুষের সম অধিকার থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই রূপ নেয় সমাজ বিদ্রোহের। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ নুতন নুতন ভাবে রূপ নেয়। অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও কুসংস্কার থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণির সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা, বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি নানা প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। জোতদার ও জমিদার শ্রেণি কৃষকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এর ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধছে। শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উপর শোষণ যন্ত্র চালিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। আজকের নারীবাদ ও নারীবাদের চিন্তাভাবনার আন্দোলন থেকে একটু যদি পিছিয়ে যায় তবে দেখতে পাব, পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে কবিদের নারী ভাবনা অনেকটাই সাহসী ও ব্যতিক্রমী। তাদের সৃজিত কিছু নারী চরিত্র যথার্থই প্রতিবাদিনী। সে সময় অশিক্ষা কুসংস্কার শৈবালদামে আটকে যাওয়ার কথা ছিল যাদের, তারা কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় প্রতিবাদ করেছে। কখনো হেরেছে কিন্তু হার মানেনি। যদিও আজকের নিরিখে সে প্রতিবাদ কারো কাছে একেবারে ঠিক হতে পারে। কিন্তু কোনো সামাজিক আন্দোলন বা তার প্রভাব ব্যাপকভাবে সমাজে পড়েনি। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পরে সমাজে যে জাগরণ ঘটেছিল তাতে নারী জাতি কিঞ্চিত হলেও বিদ্যা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েছিল। সেই বিদ্যা নেতারা ঠাকুর বাড়ির মত অভিজাত পরিবারের মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান দিতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য সে অনেক পরের কথা।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর বন্দি দশার পরিচয় মেলে। নারী আজীবন যে বন্দি দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতো তার প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। নারীর স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা, শিক্ষা, প্রেম, বিবাহ, সর্বোপরি নারী মনের আশা আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেনে নেয়নি। নারী আজীবন সমাজের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। সমাজের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলার নিগর যা নারী জীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল অক্টোপাসের মতো। তারই চাপে পড়ে রাধা নামী একটি বালিকা, যে কিনা সেকালের নারীধর্মের সামাজিক প্রতিরূপ। লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ ব্যক্ত করেছে। চিরকাল সে চোখের জলে মধ্যযুগের মাটিকে সিক্ত করছে।

রাধা হিন্দু ঘরের কুলবধূ। হিন্দুদের দেহ, মন ও সতীত্ববোধ সদা জাগ্রত। সতীত্ব-ই বাঙালি মেয়ের চিরকালীন সম্পদ। তাই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরবর্তী ফসল মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, বেহুলা তার সতীত্বের জোরে স্বামীসহ ছয় ভাসুরের প্রাণ এবং শ্বশুরের হারানো সম্পদ সব ফিরে পেয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কাহিনির প্রস্তাবনা অংশে মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখন্ডের অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনির সঙ্গে জন্মখন্ডের বিশেষ কোনো যোগ নেই। কাব্যের দ্বিতীয় খন্ড তাম্বুলখন্ড হতে রাধা কৃষ্ণের লীলা কাহিনির সূত্রপাত। মূল কাহিনির পূর্বে জন্মখন্ডে বিভিন্ন পুরাণের অনুসরণ রাধা কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মূল কাহিনির সূত্রপাত তাম্বুলখন্ডে। তাম্বুল দলনের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণের যে প্রেম প্রস্তাব তা বড়াই-এর মাধ্যমে কৃষ্ণ রাধাকে পৌঁছে দিয়েছে। রাধা এই প্রেম প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বড়াইকে কঠোরভাবে জানিয়ে দিয়েছে —

"ঘরে স্বামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর আছে সলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।"[১]

রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে যে প্রতিবাদ তা উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে নারীর যথার্থ অবস্থান অনুধাবন করা না গেলেও, আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা পুরুষশাসিত সমাজে অসহায় রূপে বিরাজ করেছে। 'বাণখন্ডে' রাধাকে কৃষ্ণ মন্মথবান নিক্ষেপ করে মূর্ছিত করলেন। রাধা অনেক মিনতি করলেন কিন্তু কৃষ্ণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি তাকে আমল দেবে কেন? রাধা তো তার কাছে কেবল প্রয়োজনের। তার মানসিক প্রকাশ ও বিকাশ সে চায় না। অর্থাৎ মধ্যযুগের নারী ছিল গৃহ কোণে আবদ্ধ। তাই তারা তাদের ছোট্ট পরিবারের মধ্যে থাকতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকতে মনের ভাবনাকে কখন যেন প্রকাশ করে ফেলেছে ছড়ায়, গানে, ধাঁধায়, প্রবাদে, আলপনায় ও নকশি কাঁথায় ইত্যাদির মধ্যে। তবে এ কথা সত্যি যে নারীরাও কাব্যচর্চা করতো মধ্যযুগে। তবে পুরুষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অনধিকার প্রবেশ স্বীকৃতি হয়নি। তাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে তারা। নারীবাদরা হারিয়ে যাওয়ায় নারী সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী হয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বংশীখণ্ডের এই অংশটি পাঠ করলে সহজে বোঝা যায় এক হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যের অংশ-

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে।।
অকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদে ম আউলাইন রান্ধন|।।"[২]

প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা, ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ মধ্যে দিয়ে প্রেম প্রণয়ের চিত্রটাকে আরও স্পষ্ট করেছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনের কৃষ্ণ বিশুখা একাদশী বালিকাটি কৃষ্ণ অনুরাগে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং কৃষ্ণের বিরহে কখনো মনে হয়েছে —

"দাসী হআ তার পাএ নিশিবো আপনা।।"[৩]

আর এখানে রাধার সে বিরহ বেদনা শুধুমাত্র রাধার মধ্যে আবৃত না থেকে সর্বকালের সর্বদেশে বিরহ বেদনা সুরে একীভূত হয়েছে। আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে শেলীর সেই বিখ্যাত উক্তি—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

এর প্রতিবাদ দেখতে পায় কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে। তাম্বুলখন্ডে তাম্বুল দলনের মধ্যে দিয়ে শুরু করে কৃষ্ণের ছেড়ে যাওয়া ও রাধার উক্তির মধ্যে প্রতিবাদের সুর জোরালো হয়েছে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সুর বুঝতে পারা কঠিন। তবুও দেশ-কাল-সমাজ প্রেক্ষিতে এই রাধার কথায় প্রতিবাদ ফুটে ওঠে।

প্রতিবাদ এখন যেমন আছে তখনও ছিল কিন্তু তার প্রকাশের উপায় ছিল ভিন্ন। মনসা, 'মঙ্গলকাব্যে'র মূল দেবী। সে নানাভাবে চাঁদ সওদাগরকে দমন করতে চেয়েছে। চাঁদকে তার পূজা প্রচারে বাধ্য করেছে। চাঁদ সওদাগর যত প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, তত প্রবলভাবে মনসা বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের অন্য কোনো দেব-দেবী মনসার মত এত হিংস্র রূপ ধারণ করেনি। মনসা এবং চাঁদ সদাগরের বিরোধকে কেন্দ্র করে এই কাব্য কাহিনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। কাজেই মনসার রুদ্ররূপ সকল কবি অঙ্কন করেছেন। মনসার প্রতিবাদ সমাজের প্রতি। মহাদেবের পুত্র গণেশ ও কার্তিক। তাঁরা সমাজে যেভাবে সম্মান পায় মনসা সেখানে বঞ্চিত, অবহেলিত। এতে মনসা ক্রুদ্ধা নাগিনী দংশন করতে ছাড়েনি। সমাজে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য মনসা চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে পূজা আদায়ের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে দেব সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। লোক জীবনের প্রাণ ও সৃষ্টিধর্মী শক্তির সঙ্গে সর্প শক্তি একীভূত হয়েছে মনসার মধ্যে। তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাব ও ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্নবর্ণের ভাবনার সংগ্রামের কাহিনি পুনরাবৃত্ত হয়।

মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র বেহুলা। জেদ, প্রতিজ্ঞা, অসাধ্য সাধনের প্রতিচ্ছবি এই মেয়েটি স্থিতাবস্থা ভেঙেছে। অন্য আর পাঁচটা মেয়ের মত সেও স্বামী মারা যাবার পর বাড়িতেই থাকতে পারতো। কিন্তু সে পুরাণের মহাভারতের সাবিত্রির মতো স্বামীকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে ফিরেছে। মুক্ত সরবরে সখীদের সঙ্গে জলক্রিড়ায় মত্ত বেহুলার পায়ের জল বৃদ্ধা বেশে থাকা মনসার গায়ে পড়ে। তখনই তাকে অভিশাপ দিল-

"বিভা রাতে খাইবা ভাতার।"[৪]

মনসার অভিশাপকে উপেক্ষা করে বেহুলা চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরকে বিয়ে করে। দেবতার বিরুদ্ধে তার এই প্রতিবাদ যেন বলতে চাইছে হতে না পারি দেবতা, মানুষ হিসেবে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। মা, শ্বশুর, শাশুড়ি আত্মীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিজনের ভাষায় সংসারে আমার মতো কে আছে। বিবাহের দিনে বিধবা! দেখে নেব আমি, কি আছে আমার কপালে? এখানে তার প্রতিবাদ এসেছে জেদ প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে।

বেহুলা স্বামীর শবদেহ সঙ্গে করে একটি কলার মঞ্জুষায় ভাসতে ভাসতে যত নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে ততই তার প্রতিবাদী সত্তা গর্জন করে উঠেছে। এভাবে সুরক্ষা করেছে স্বামীর শবদেহসহ নিজেকে। সে যদি দেবতা ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করতো তবে সাফল্য আসত না। যদিও মধ্যযুগের চরিত্রগুলি বেশিরভাগই দেবতার বর পুষ্ট। এখানে বেহুলা ও মনসা সেবিকা। কিন্তু প্রতিবাদী নারী হিসাবে আমরা বেহুলাকে পাই। আধুনিক সমালোচকরা কেউ কেউ বেহুলাকে বলে থাকেন লাস্যময়ী রমণী। কিন্তু আমাদের মন তাতে সায় দেয় না। বেহুলা নৃত্যকলাপটিয়সী নিশ্চয় ছিল। কিন্তু লাস্যময়ী রমণী তাকে আমরা কখনোই বলতে পারিনা। কেননা জীবনে আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো মঙ্গলকাব্যের কবি তার নারী লাস্যময়তার পরিচয় দেননি। বেহুলা সেই নারী যে মনে করে 'Do or Die' আমার স্বামীকে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনবোই।

শেষপর্যন্ত বেহুলা তার স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনে। এখানে কাজ করেছে তার জেদ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিবাদী সত্তা। আর কবি জীবনানন্দ ধরেছেন বেহুলা জীবনের যন্ত্রণায় দুঃখিত সবাই। তার চরিত্রের অবমাননায় ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে তার মানবী কান্নাকে সমর্থন করেছে তা জন্মভূমির ফুল-ফল-মাঠের আত্মীয় জনেরা অনেকটা কৃষ্ণ চলে যাওয়ায় তার পারিপার্শ্বিক বন্ধু আত্মীয়দের মানসিকতার মতো।

প্রাগাধুনিক যুগেও প্রতিবাদ ছিল কিন্তু তার ধরণটা ভিন্ন। আজকের মত না হয়েও বাস্তব বিচারে তা উল্লেখযোগ্য। মনসার ব্রতদাসী হলেও বিপদ বেহুলাকে ঘিরে ধরেছিল। লোভী পুরুষদের, বন্য জন্তুদের নানাভাবে বাঁধা দিয়েছে। সে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে সচেতনভাবে সতীত্বের জোরে একটি মেয়ে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা আমাদের বিস্ময়াপন্ন করে তোলে।

মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দের ব্যতিক্রমী নারীভাবনাকেও আমরা সেই অর্থে প্রতিবাদী নারী ভাবনা বলতে পারি। তিনি তাঁর কাব্যে নানাভাবে তা ব্যবহার করেছেন। নারী মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুকুন্দের অসামান্যতা ষোড়শ শতকে ব্যতিক্রমী। কবি নিজের ভাগ্যের নির্যাতনে যা ভোগ করেছিলেন তার প্রতিবাদ বাস্তবে করতে পারেনি। কিন্তু মসী দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন তার সৃষ্ট বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে বা কিছু পরিস্থিতি নির্মাণে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ডের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরা। ফুল্লরা জটিল চরিত্র নয়, অত্যন্ত জীবন্ত, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করতে জানে। সে কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী। ফুল্লরা পরিশ্রম করে হাটে পশুর মাংস বিক্রি করে। এটাই তাদের জীবিকা। অন্ত্যজ শ্রমজীবীর হিন্দু পরিবারের বধূদের মত গৃহকোণে আশ্রয় নয়, উপার্জনে সে স্বামীর সমান। যে দিন কালকেতু শিকার পাইনা সেদিন এই দরিদ্র ব্যাধ দম্পতির **অন্ন** চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। দরিদ্র ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ফুল্লরার একটি চমৎকার ছবি মুকুন্দ এঁকেছেন। সুখ-দুঃখে, শ্রমে দারিদ্র্য ফুল্লরার জীবনযাত্রা এবং স্বভাবে যে রূপটি কবি এঁকেছেন তার মধ্যে মধ্যযুগের শ্রমজীবী শ্রেণির নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ফুল্লরার মধ্যেও প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। ফুল্লরা ঘরে এসে দেখতে পেল এক পরমা সুন্দরী রমণী বহু অলংকারে ভূষিত হয়ে অবস্থান করেছেন। এই দৃশ্য দেখেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ফুল্লরার মধ্যেও একটা বড় সান্ত্বনা ছিল যে তাকে সতীনের ঘর করতে হয়নি। ফুল্লরা প্রথমে চেষ্টা করলো ভালোভাবে কথা বলে, উপদেশ দিয়ে যুবতী নারীকে তার নিজের বাড়ি ফেরত পাঠাতে। লোকলজ্জার ভয় দেখিয়ে তাকে পুরাণের নানা উদাহরণ দিয়ে সতীত্বের মাহাত্ম্য বোঝাতে চাইল। তাতে যখন কাজ হলো না তখন সে তার দৈনন্দিন জীবনের অভাবের এক এক ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো। ফুল্লরার এই দুঃখের ফর্দটাই তার বারমাস্য। বারমাস্য হল মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের একটি প্রথাগত দুঃখের তালিকা। মুকুন্দ চক্রবর্তী সেই বারমাস্যকে ফুল্লরার চরিত্রের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন। অনেক সমালোচকই বলেছেন ফুল্লরার বারমাস্যই তার প্রচন্ড দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ। ফুল্লরার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সে অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে গোলা হাটে গিয়ে কালকেতুকে ভর্ৎসনা করতে লাগে। কালকেতুকে সে যে ভাষায় অভিযুক্ত করল তা স্বামী প্রেমে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূণ্য রমণী অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত তীব্র বেদনা এবং অপমান চাপিয়ে দেওয়া। মহাপাপের কথা তার মতো জোর গলায় উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীরা বোধ হয় সেকালে বলতে পারত না। ফুল্লরা যে কথাগুলি বলেছে —

"সতা সতীন নাহিপ্রভু তুমি মোর সতা।
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা... ।"[৫]

অবশেষে সংশয় ঘুচে গেল। কিন্তু ফুল্লরার মধ্যে যে ভালোবাসা কালকেতুর উপর এবং সেই ভালোবাসার সত্তা থেকে প্রতিবাদ করছে। তার অধিকারের জন্য। যা আমরা বর্তমান সমাজে দেখে থাকি। সেই সময়ের ফুল্লরা এক অন্যরকম প্রতিবাদ যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সামাজিক অবস্থান শুধু পুরুষ নয়, নারী অনেক সময় উৎপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা চন্ডীর আচরণে পরিস্ফুটিত। অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারীর সম্পর্কে সমাজ অনেকটাই নিশ্চুপ। এই সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মনসার। মনসার প্রতিবাদ থেকে মনসা অত্যাচারী দেবী রূপ নিয়েছে। তবে তার এই প্রতিবাদ মান্যতা দেওয়ার জায়গা করে নিয়েছে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্যতম চরিত্র রম্ভাবতী। চরিত্রটি বলতে গেলে নীরবে এসেছে প্রায় নিরবেই চলে গেছে। কিন্তু দু একটি কথায় এবং কাজে সে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। চরিত্রটির বিদ্রোহী মনোভাব, সাহস, ও বাক্ নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। ক্ষণকালের জন্য হলেও নবজাগরণের কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি মনে করাই। যদিও কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এই চরিত্রটিকে পূর্ণতা দেননি। একটু তুলে ধরেই চরিত্রটিকে হার স্বীকার করিয়েছেন পরিস্থিতির কাছে এবং চিরন্তন, স্নেহিক দুর্বলতার কাছে। চাঁদ সওদাগরকেও যেমন করতে হয়েছিল সর্ব মুশকিল আসন স্নেহের পুত্রবধূর কাছে।

রম্ভাবতী খুল্লনার মা ও লক্ষপতির স্ত্রী। আর পাঁচটা সাধারণ মায়ের মতই স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়না। কিন্তু তার প্রথা বিরোধী কথা এবং স্বামীর সঙ্গে কথপোকথনে ধরা পড়েছে তার প্রতিবাদ। আর এখানেই সে স্বতন্ত্র। স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দেবার সাহস সে যুগে ছিল না। ঘরে ঘরে সতীন সমস্যা, স্বামীকে রাগিয়ে দিলে নিজেরই ক্ষতি। বাবা, মা, দাদা কোনো বিপর্যয়ে দেখবে না বিয়ের পর। কন্যাকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়েছি। কন্যাপণও নেব না, নিজেরা খরচ করে যৌতুক ইত্যাদি দিয়ে দেব। তাহলে কেন নির্ধারণ সতীনের ঘরে মেয়ের দুর্গতি দেখার জন্য এই পাত্রের কাছে বিয়ে দেবো? তার যে এখানে মেয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তা স্পষ্ট করে সে বলে দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের ভাসুরের মেয়ে লহনা ভুখিল বাঘিনীর মতো এমন সতীনের ঘরে সে তার আদরের খুল্লনা হরিনকে কিছুতেই বিয়ে দেবে না। তা সত্ত্বেও লক্ষপতি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

বিলম্বে করিব কন্যা দান এবং এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা সে বলছে, যা সে যুগে দেখাই যায় না। -'কন্যা পাবে কতুহল' বিয়েতে মেয়ের পছন্দের কথা কেউ কখনো ভাবতো না। রম্ভাবতী প্রতিবাদিনী বলেই ভাবতে পেরেছে। এত বলিষ্ঠভাবে মধ্যযুগের কোনো নারী সম্ভবত বলেনি। তারপরে অবশ্য জ্যোতিষীর কথায় মায়ের মন নরম হয়েছে। সে মেয়ের এই বিয়েতে মত দিয়েছে। খুল্লনার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য সে দনাই পন্ডিতকে বারবার দুষলেও স্বামীর যে দোষ আছে সেটা একেবারও বলল না। তাই পুরুষের ও কবির মনে থাকেনি এই প্রতিবাদী মেয়েটিকে পূর্ণতা দেবার কথা। অথবা সত্যদ্রষ্টা কবি জানতেন মেয়েদের কথা সত্যি সত্যি কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই তার কোনো দাম নেই। সংসার চলে সংসারের নিয়মে। তাই রম্ভাবতী একবার জ্বলে উঠেই শেষ হয়ে গেছে কবির প্রতিবাদীসত্ত্বার স্ফুলিঙ্গ হয়ে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অপর একটি প্রতিবাদী নারী চরিত্র লহনা। সে জীবন যুদ্ধে কখনো হেরে গেলেও কিন্তু হার মানেনি। এমন জেদি, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা চরিত্র মঙ্গলকাব্যে খুব কমই আছে। বিশেষ করে প্রতিবাদ মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সে যুগের নিয়ম অনুসারে তার জীবনেও সতীন আছে - এ খবর পেয়ে 'শেল যেন বাজে বুকে/প্রভু দিব নিদারুণ সত্য'—ভাবতে বসল লহনা। জৈব অজৈব সবকিছুর উপর আসক্তি লহনার। এমন নিজের সংসার শেষপর্যন্ত কিনা সতীনকে দিয়ে দেবে? পুরুষের ছলনা সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলেও মেনে নেয়, আবার কখনও সে প্রতিবাদ করে। পরবর্তী সময়ে লহনা এসব মুখ বুজে মেনে নেয়নি। মেনে নিতে বাধ্য হলেও যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছে। যেখানে নারীত্বের অবমাননা হয়েছে সেইখানে সে ক্ষুদ্র হয়েছে। প্রশ্ন করেছে সোজাসুজি ধনপতিকে যে তার নারীত্বের কেন অবমাননা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করছে সজ্ঞানেই। যদিও সে যুগের প্রবণতায় ধনপতি দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ মোটেই দোষের ছিল না। আর নারীর যৌবন কাল তো জনম অব্দি থাকে না কারো। বন্ধ্যাত্ব নিয়েও তাকে গালাগাল শুনতে হয়েছে। সে এইসব কথার উত্তর দিয়েছে অত্যন্ত আধুনিকতার মতো। সন্তান না হবার দায় কেবল তার একার নয়। দায়ী তারা দুজনেই। এমনকি দোষ বংশেরও। এমন কথা যে কবি তার চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই আধুনিক এই কথা বলায় বাহুল্য।

লহনা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে। সে তার স্বামীর মন পাবার জন্য স্বামীর প্রিয় খুল্লনাকে ভালোবেসেছে। কখনো সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। আমরা তার বাপের বাড়ির ছেলেবেলার পরিচয় কিছুই জানিনা। নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য সে খুল্লনাকে নির্যাতন করেছে। স্বামীকে বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে নিজ মুখি করতে চেয়েছে। সব সময়ে লহনাকে খল চরিত্র বলে মনে হয় আমাদের। পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র, কুটকৌশল, অপমান, মারধর করেছে খুল্লনাকে। আসলে সমস্ত রকম কু-কর্ম সে স্বামীকে হাতছাড়া না করার জন্য করেছে। সন্তানহীনা স্বাধীনচেতা মেয়েটির দুর্বল জায়গা তার স্বামী। এত কিছু করেও কিন্তু তেমন কোনো ফল হয়নি। লহনার আসল কষ্টটা যে কি তা সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা চলে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। স্বতন্ত্র জীবনের জন্য পরাজিত হবে তবুও সে যুদ্ধ করছে। সবক্ষেত্রে এটাই যেন সমস্যা চিরন্তন হয়ে উঠেছে যে তাকে ভাত কাপড় দেবে সমাজে স্বীকৃতি দেবে। তাকে কোনো কিছুর বিনিময়ে হাতছাড়া করতে চাইনি। এই কারণেই তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে গৌরী প্রতিবাদ করেছে স্বামীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। বিনা নিমন্ত্রণে নারী পিতৃগৃহে গেলে স্বামীর অপমান অনিবার্য। তবু গৌরী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করার যুক্তি দেয়—

"ভবানী বলেন যাব বাপের সদন ইথে দোষ নাহি নাথ লোকের গঞ্জন।"[৬]

এখানে প্রচ্ছন্ন হলেও স্বামীর বক্তব্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা আছে। এটা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। যার প্রমাণ আমরা পাই শিবের নিষেধ অমান্য করার অসীম দুঃসাহসীকতায়। শিব গৌরীর স্বামী। পতিপরায়ণতাই নারীর একমাত্র ধ্যান। তবে তাকে অবজ্ঞা করে কেমন করে? মনে হয় গৌরী প্রতিবাদ করেছিল শিবকে নয়, তার আদেশকে। কেননা নারী স্বাধীনতা চায়, সমাজ তাকে দেয় না, তাই নারী গর্জে ওঠে সেই সমাজের প্রতি। বিপরীত দিকে গৌরী বিনা আমন্ত্রণে এসে প্রতিবাদই করেছে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে। কেননা গৌরীর বাবা জেনে শুনেই কুলীন পাত্র শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, অথচ সামাজিক আভিজাত্যের মোহে তাকে ভুলে যায় দক্ষ। কন্যা গৌরী তো নির্দোষী তবে কেন আমন্ত্রণ করা হবে না উৎসবের অনুষ্ঠানে। বিনা আমন্ত্রণে এসে সে দক্ষের চক্ষু খুলে দিতে চেয়েছে। একে সার্থকতম নারী প্রতিবাদের নমুনা বলে গ্রহণ করা চলে।

নারীবাদ একান্তভাবে আধুনিককালের ধারণা হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারী আপনার মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের শক্ত প্রাচীর ভেদ করে সে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি বটে। কিন্তু তারা যে একেবারেই অবলা ছিল না সেকথা স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন তথা মধ্যযুগের প্রত্যেক সমাজ সচেতন কবির কাব্যেই তাই নারীর মুখে বসানো হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে তার জীবন্ত রূপই ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের মধ্যেও আমরা প্রতিবাদী নারী চরিত্রের আভাস পায়। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণকে গ্রহণ না করার প্রতিবাদ দেখতে পায়। আবার অন্যদিকে শাহ মহম্মদ সাগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই কাব্যে জোলেখার মধ্যে ইউসুফকে না পাওয়ার প্রতিবাদ উদ্ভাসিত হয়েছে। আর সেই জোলেখার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে জোলেখার প্রতিবাদী সত্তা। মনসামঙ্গলের মনসার মতোই জোলেখার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তার স্বপ্নে দেখা মিশরীয় রাজকুমার আদৌ তার স্বপ্নের রাজকুমার নয়। এটা জানার পর থেকেই সাংসারিক জীবনে একটা বি-তৃষ্ণা জন্ম হয়। জোলেখার স্বামী নপুংসক এই বাস্তব সত্যটা সামলাতে নারাজ ছিল, কেননা সে এত সুন্দরী ছিল যে কোনো সুপুরুষ ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। সে কোনো দিন মা হতে পারবে না এটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এবং সে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি হবার প্রতিবাদ করে প্রকাশ্যে। একদা একদিন মিশরীয় রাজকুমার আজিজ রাজার থেকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়েছিল। আজকে ইউসুফকে প্রথম দেখে জোলেখা প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। মনে মনে কল্পনার শিখরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইউসুফকে পাওয়ার একটা জাল বুনতে থাকে। বিবাহের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জোলেখার জীবনে কাম প্রবৃত্তি ইউসুফকে দেখে আবার জেগে উঠল। সে যে তার স্বপ্নের দেখা রাজকুমার, সৌন্দর্যে মুখরিত রাজকুমার ইউসুফকে দেখার পর আবার স্মৃতিপটে জেগে উঠল। সে ভাবল এই সেই রাজকুমার, যাকে একদিন স্বপ্নে দেখেছিল। স্বপ্নেরই রাজকুমারকে পাওয়ার জন্য একটা প্রতিবাদী নারী সত্তার জাগরণ ঘটাল। কেননা সে একজনের স্ত্রী। সে পরের স্ত্রী হয়েও অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে এটা সমাজবিরোধী কাজ। জোলেখা সেই সমাজকে উপেক্ষা করে বীরঙ্গনা নারীর মতো কাব্যের পরতে পরতে একটা বিদ্রোহের সুর বাজিয়ে তুলেছে। যতদিন যায় ইউসুফকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ততই তার বেড়ে যায়। কোনোক্রমে একদিন ইউসুফকে ছলনা করে নির্জন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে বলে। জোলেখা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। সে মূর্তিগুলির সামনে অনৈতিক কাজ না করার জন্য সেগুলিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। এখানে তার প্রতিবাদী সত্তা বাইরেও কিন্তু দেব ভাবাপন্ন মনোভাব জাগ্রত হয়। ইউসুফকে পাওয়ার জন্য জোলেখা সমাজ বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এবং তাকে পাওয়ার জন্য সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

জীবন চলছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের ঘূর্ণিচাকায়। ধর্ম ও মোক্ষের কথা তো সবার মুখেই আমরা শুনেছি। অর্থের কথাও বলা অশোভন নয়। কিন্তু কামের কথা বললেই সমাজপতিদের গেল গেল রব ওঠে। ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত নারী চরিত্রটি যতই ছোটো হোক তার কথার মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ সংসারের একটি ছোটো সুখী গৃহকোণের স্বপ্নের প্রতি আঘাত যা দেবী তাকে দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে এক বিরহিনী মানবীর প্রতিবাদ। আর ছিল যুক্তিবাদী একটি মেয়ের সাহসী উচ্চারণ। স্পষ্ট কথা দেবীকে বলতেও সে ভয় পায়নি।

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে রাজ্য জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলি। এই দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যানগুলিতে ধরা পড়েছে তৎকালীন সমাজজীবন। তাই এদের বলা হয় বাংলার পুরাণ। পুরুষশাসিত সমাজের কথাই সব রকম সাহিত্যে থাকে। মঙ্গলকাব্যেও তাই-ই আছে। তবুও তার মধ্যে কয়েকটি নারীচরিত্র তাদের বুদ্ধিমত্তায়, কার্যকারিতায়, স্বাতন্ত্র্যে আমাদের মন কেড়ে নেয়। এতদিন ধরে চলে আসা জগদ্দল পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে নড়াতে পারেনি। তবুও কেউ হয়তো চেষ্টা করেছিল। সমাজগাত্রে, পরিবারের রীতিনীতির কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ ফানুসের মতো উড়ে গেলেও স্মৃতিতে রেখে গেছে তাদের সাহসী প্রয়াসের রেশ। লহনা প্রতিবাদ করে শেষপর্যন্ত জিতেছিল। দেবতার কৃপায় সে সন্তান পেয়েছে। তার চেয়েও বড় পাওনা তার স্বতন্ত্রতা সংসার যেখানে সে তার স্বামীর একমাত্র স্ত্রী, সে একেশ্বরী। ধর্মমঙ্গলের বীরাঙ্গনারা শৌর্য বীর্যে জীবনে ও সমাজে যোগ করেছিল অন্য এক মাত্রা। এখানেও বলতে হয় জেতাটাই বড় কথা নয় প্রতিবাদ করাটাই বড় কথা।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : ‘বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪, তদেব, পৃ. ২১১
২. তদেব, পৃ. ৩৮০
৩. তদেব, পৃ. ৩৮০
৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : ‘কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল’, কলকাতা, নিউ বইপত্র, ২০১৭, তদেব, পৃ. ২৯৭
৫. নস্কর, সনৎকুমার : (সম্পাদনা) ‘মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন-চন্ডী,’ কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫, তদেব, পৃ. ২৪১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র : ‘কবিকঙ্কন চণ্ডী’, কলিকাতা, কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৮, তদেব, পৃ. ৩২০

Bibliography:

গিরি, পুষ্পেন্দু শেখর : ‘ইউসুফ জোলেখা নিবিড় পাঠ’, কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫
দাস, দেবরঞ্জন : ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যে নারী চরিত্র : বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য’, কলকাতা, দে বুক স্টোর, ২০০০
নস্কর, সনৎকুমার : (সম্পাদনা) ‘মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন-চন্ডী,’ কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র : ‘কবিকঙ্কন চণ্ডী’, কলিকাতা, কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৮
ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : ‘বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪